দৈনিক জনকণ্ঠ

JUN. 27 2002

মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় কতটা যুক্তিযুক্ত?

শরিফুজ্জামান পিন্টু, ॥...শেষ পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দিয়ে ফাজিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্সের সমমান দেবার জন্য একটি নতুন এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় করা হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য জোট সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে অধিভুক্ত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার এ সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে সমালোচিত হচ্ছে। এ ধরনের এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মানের কোন উন্নতি না ঘটিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেবে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল আশঙ্কা করছে। তা ছাড়া শিক্ষা বাজেটের একটি বড় অংশ এই এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে ব্যয় হবে।

গত ২৩ জুন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে জানান যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। দেশে একটি সরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে কেবল মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের পর থেকে।

মাদ্রাসা শিক্ষার ফাজিল এবং কামিল ডিগ্রী দেশের প্রচলিত ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমান মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ মাদ্রাসার সিলেবাস, কারিকুলাম ও বইপত্র খুবই পুরনো ও পশ্চাৎপদ। দীর্ঘদিন ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের একটি দাবি ফাজিল ও কামিল ডিগ্রীকে দেশের প্রচলিত গ্র্যাজুয়েট ও মাস্টার্স ডিগ্রীর সমমর্যাদা দেয়া। আর তা করতে হলে ফাজিল ও আলিমকে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটেড হতে হবে। বিগত সরকারের আমলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসাকে অধিভুক্ত করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা হয়। পরবর্তীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই দুটি ডিগ্রী প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ফাজিল ও কামিলকে প্রচলিত গ্র্যাজুয়েট ও মাস্টার্সের সমমর্যাদা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর তা করতে হলে প্রয়োজন এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়। সে ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দিয়ে নতুন এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

এ ব্যাপারে শিক্ষা উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসাবে শিক্ষামন্ত্রী নতুন এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় করার কথা বলেছেন। এটি এখনও চূড়ান্ত নয়। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় করলে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কতটা লাভ হবে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।